

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উপন্যাস: ঘরের বাইরে বউ ঠাকুরানীর হাতে শেষের কবিতা শুনতে গিয়ে গোরা রাজর্ষির চোখের বালি করুনা ও চতুরঙ্গ দুইবোন যোগাযোগের চার নৌকাডুবিতে মারা গেল।

নাটক: তাসের দেশের মুকুট রাজা ডাকঘরের পাশে রক্তকরবী গাছের নিচে বসন্তের এই চিরকুমার সভার মুক্তধারার আলোচনায় তাপসীর অরুপরতন চেহারা কালের যাত্রায় অচলায়তন হওয়ায় তাকে বিসর্জনে গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে এটা কোন ধরনের মায়ার খেলা।

কাব্যগ্রন্থ: পূরবী মানসী মল্লয়ার বান্ধবী চিত্রা চিত্রালীর নবজাতকের পুনশ্চ জন্মদিনে ভানুসিংহ ঠাকুরের প্রথম কাব্য বনফুল ও গীতান্জলির শেষ লেখার লেখন প্রভাত সঙ্গীত সন্ধ্যার বিচিত্রিতা সান্নায়ে খেয়ার সোনারতরী বলাকায় ছাড়ার ছবির মতো ক্ষনিক গল্পে-সল্পে শ্যামলীমায় উৎসর্গ হয়ে গেল।

রাজা রামমোহন

গ্রন্থ: রাজা রামমোহন তার বেদান্ত সার গ্রন্থে ভট্টাচার্যের বিচার করতে গিয়ে গোস্বামীর কাছে প্রবর্তক নিবর্তকের সম্বাদ শুনে পথ্যদান করলো।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

অনুবাদ: ঈশ্বরচন্দ্র বেতাল দেখে ভ্রান্তি নিয়ে সীতার বনবাসের কথা শকুন্তলাকে বললো।

মৌলিক: প্রভাবতি বিদ্যাসাগরের চরিত্রে খুশি হয়ে ব্রজবিলাশকে বললো অতি অল্প হইলেও বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া ও বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রবন্ধ: কৃষ্ণ ও মুচিরাম ধর্মতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক রহস্য নিয়ে সাম্যে পৌছানোর জন্য কমলাকান্তের দপ্তরে গেলে লোকেরা রহস্যকের মনে করলো।

উপন্যাস: রাজসিংহ থেকে চন্দ্রশেখরের স্ত্রীদ্বয় রাধারাণী ও দেবী চৌধুরাণী রজনীকে ইন্দিরা রোডের দুর্গেশ পথ ধরে আনন্দমঠের বিষবৃক্ষের নিচে এসে কৃষ্ণকান্তকে যুগলাঙ্গুরীয় উইল করায় মুনালিনী সীতারামের কপাল কুড়ালো।

মীর মশাররফ হোসেন

উপন্যাস: রাজিয়া খাতুন রত্নাবতীর বিষাদসিন্ধু লিখিত বাঁধা খাতা গাজী মিয়ার বস্তানিতে উপস্থাপন করলেন, আসলে এটা কি উদাসীন পথিকের মনের কথা নাকি নিয়তি কি অবনতি।

কায়কোবাদ

কাব্যগ্রন্থ: কায়কোবাদকে হারিয়ে বিরহে বিলাপ করে অশ্রুর অমিয় ধারা নিয়ে মান্দাকিনি শ্মশানে গেলো।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

উপন্যাস: চরিত্রহীন দেবদাস ও বিপ্রদাসের সাথে চন্দ্রনাথের বড়দিদি ও মেজদিদির অন্যরকম দেনাপাওনার সম্পর্ক থাকায় পল্লীসমাজ তাদের গৃহদাহ করল। শ্রীকান্ত ও শুভদা তাদের শেষের পরিচয় পেয়ে পথের দাবি তুলে শেষ প্রশ্ন করল। ফলে নববিধানে নিকৃতি মিললো এবং দত্তা বৈকুণ্ঠের উইল করিয়া বিরাজ বৌ কে পরিনীতা হিসেবে গ্রহণ করল।

প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ

নাটক: ইস্তামুল যাত্রার পথে লক্ষীছাড়া আনোয়ার পাশা ও কামাল পাশা সোনার শিকল ভেঙ্গে ওমর ফারুকের কাফেলায় যোগ দিল।

গোলাম মোস্তফা

কাব্যগ্রন্থ: সাহারার বনি আদম হাসনাহেনা এখন বুলবুলিস্তানের রক্তরাগে।

আবুল মনসুর আহমদ

প্রবন্ধ: আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর শেরে-বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু পর্যন্ত পাক বাংলার কালচার দেখছি।

জীবনানন্দ দাস

কাব্যগ্রন্থ: রূপসী বাংলার বনলতা সেন মহাপৃথিবীর এই সাতটি তারার তিমির রাত্রীতে বেলা অবেলা কালবেলায় ধূসর পাণ্ডুলিপির মত ঝরে পড়ল।

জসীম উদ্দীন

কাব্যগ্রন্থ: নকশীকাথার মাঠের ধানক্ষেতের পাশ দিয়ে রাখালী হলুদ বরণ সুচয়নীকে নিয়ে এক পয়সার বাঁশি বাঁজাতে-বাঁজাতে সেজান বাদিয়ার ঘাটের নিকট আসিলে বালুচর হাসুর মা জননী মাটির কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

নাটক: পল্লীবধু মধুমালা গ্রামের মায়ায় বেদের মেয়েকে নিয়ে পদ্মাপার হলো।

মানিক বন্দোপাধ্যায়

উপন্যাস: পদ্মা নদীর মাঝি মানিক তার সোনার চেয়ে দামী জননী অতসীমামীকে শহরতলীতে ইতি কথার পরের কথা শুনাবে বলে দিবারাত্রীর কাব্য শুনালো।

সৈয়দ মুজতবা আলী

গ্রন্থ: সৈয়দ মুজতবা আলী শবনমকে দেশে বিদেশের কাহিনি শুনালে সে অবিশ্বাস করলো, আর টুনিমেমকে চাচা কাহিনি শুনালে সে ময়ূরকণ্ঠ হয়ে পঞ্চতন্ত্রের পাদটিকা নিল।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

গ্রন্থ: আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সাংস্কৃতির ভাঙ্গা সেতুতে চড়ে খোয়াবনামার চিলেকোঠার সেপাই দেখতে চাইলো কিন্তু দোজখের ওম শুনে খেয়ারিকে বললো দুধেভাতে উৎপাত করোনা অন্যঘরে অন্যস্বর শুনছি।

আহসান হাবীব

গ্রন্থ: আহসান হাবীব রাত্রীশেষে আশার বসতি নিয়ে ছায়া হরিনকে সারা দুপুর চরিয়ে মেঘ বলে চৈত্রে যাব বলে মেলায় গিয়ে অরণ্য নিলিমার পাশে রাণীখালের সাঁকোর উপর মেঘনা পারের ছেলেকে দেখলো।

সুফিয়া কামাল

গ্রন্থ: সুফিয়া কামাল সাবের মায়ায় কাজল দিয়ে অভিযাত্রীকে সাথে দেখা করার জন্য উদাত্ত পৃথিবীর পাশে রূপসী বাংলায় দাড়িয়ে একান্তরের ডায়েরী পড়ছিলো। এ সময় কেয়ার কাটা নওল কিশরের দরবারে গিয়ে একাল আমাদের কাল বলে ইতল বিতল শুরু করলো।

বুদ্ধদেব বসু

গ্রন্থ: বুদ্ধদেব বসু হঠাৎ আলোর ঝলকানি দেখে বন্দীর বন্দনা করে কঙ্কাবতীকে বললো তাপস্বী ও তরঙ্গীনিকে তিথিডোরে বেধে নির্জন স্বাক্ষর নাও যাতে কলকাতার ইলেকট্রো ও সত্যসন্ধ জঙ্গম না করতে পারে।

সেলিম আল দীন

গ্রন্থ: সেলিম আল দীন মুনতাসীর ফ্যান্টাসীতে গিয়ে চাকায় চড়ে কেরামত মঙ্গলের সাথে দেখা হলে তিনি এক্সপ্লোসিভ ও মূল সমস্যা জড়িস ও বিবিধ বেলুন শুনে হাত হদাই ছেড়ে দিয়ে চরকাকড়ার ডকুমেন্টারী পড়তে লাগলো।

শওকত ওসমান

গ্রন্থ: শওকত ওসমানের জননী কাঁকর মনি ওটেন সাহেবের বাংলায় গিয়ে ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে আমলার মামলা করলো তা দেখে বনি আদম কৃতদাসের হাসি হেসে তস্কর ও লস্কর নিয়ে নেকড়ে অরণ্যে গিয়ে দুই সৈনিককে জাহান্নাম হতে বিদায় করে পিজরাপোলকে সাংস্কৃতির চড়াই উৎরাইয়ে চড়িয়ে জন্ম যদি তব বঙ্গে গাইতে বললো।

হুমায়ুন আহমেদ

গ্রন্থ: হুমায়ুন আহমেদ আজ রবিবার নক্ষত্রের রাতে হিমু ও রজনীকে সঙ্গে নিয়ে দারুচিনি দ্বীপে গিয়ে দেখলো দুরে কোথাও কেউ নেই। শঙ্খনীল কারাগারে বসে অয়োময় ও বহুব্রীহিকে এইসব দিন রাত্রির কথা বলতে বলতে নন্দিত নরকের কথা বললো।

তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রসকলিকে ডাকহরকরা করলো।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় দেশী ও বিলাতী ভাষায় গল্পাঞ্জলী রচনা করে ষোড়শীকে গল্পবীথি বললো।

আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন নিষিদ্ধ শহরে চিরকুট লিখে নারিন্দালেনের উপর উঠে ওম শান্তি বলে চিৎকার দিল।

আল মাহমুদ

গ্রন্থ: আল মাহমুদ বখতিয়ারের ঘোড়ায় চড়ে পাখির কাছে ফুলের কাছে দোয়া নিয়ে উপমহাদেশ ঘুরতে এসে আগুনের মেয়ে ডাহকি ও কাবিলের বোন নোলোককে বিয়ে করে সোনালী কাবিন দিয়ে লোক লোকান্তরে কালের কলসে করে পানকৌড়ির রক্ত বিতরন করলো।

আবু ইসহাক

গ্রন্থ: আবু ইসহাক সূর্যদীঘল বাড়িতে বসে সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান লেখার সময় পদ্মার পলিদ্বিপের কথা ভাবছিলো এ সময় মহাপতঙ্গ হারেমকে বললো জালে জৌক উঠেছে।

শামসুদ্দিন আবুল কালাম

গ্রন্থ: শামসুদ্দিন আবুল কালাম কাশবনের কন্যা শাহের বানুকে বিয়ে করে কাঞ্চনমালার সাথে কাঞ্চনগ্রামে পাঠালে পথ জানা নেই বলে আলমনগরের উপকথায় দুই হৃদয়ের তীরে বসে পড়লো।

সুকান্ত ভট্টাচার্য

গ্রন্থ: সুকান্ত ভট্টাচার্য রানার সাথে গায়ে যাবার উদ্দ্যোগ নিয়ে ছাড়পত্র পেল কিন্তু হরতালের পূর্বাভাস শুনে ঘুম নিয়েই অকালবরণ করলো।

মুনীর চৌধুরী

গ্রন্থ: মুনীর চৌধুরী রক্তান্ত প্রান্তরে গিয়ে কবরের চিঠি পড়ে পলাশীর ব্যারাক ও অন্যান্য মানুষদের দণ্ডকারন্য করে মীর মনসের কথা বললো।

সৈয়দ আলী আহসান

গ্রন্থ: সৈয়দ আলী আহসান একসন্ধ্যার বসন্তে আমার পূর্ব বাংলায় এসে ইডিপাস নামক ত্রয়ী নাটক লিখলো।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

গ্রন্থ: সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ লালসালু পরে চাঁদের অমাবস্যায় বহিপিঁরকে নিয়ে তরঙ্গভঙ্গ দেখতে গিয়ে কাঁদো নদী কাঁদো বলে নয়নতারাকে দুইতীর ও অন্যান্য গল্প শুনালো।

ফররুখ আহমদ

গ্রন্থ: ফররুখ আহমদ সাত সাগরের মাঝি সিরাজম মুনীরাকে হাতেম তাই এর মুহূর্তের কবিতা শোনাতে নোফেল ও হাতেম মেঘ বৃষ্টি আলোর দেশের পাখির বাসার কথা বললো।

সৈয়দ শামসুল হক

গ্রন্থ: সৈয়দ শামসুল হক নিষিদ্ধ লোবানের কাছে নীল দংশনের খেলারাম খেলে যাওয়ার কথা বললো এবং সীমানা ছাড়িয়ে নুরুলদীনের সারাজীবন পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাওয়ার কথা বললো।